বিডিবিএল বার্তা

বিডিবিএল এর সমসাময়িক কর্মকান্ড

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

পাঠক কর্ণার

ইনোভেশনে বিডিবিএল

সংখ্যা-২/৩ | জুন/ডিসেম্বর-২০১৯ | ষান্মাসিক তথ্য বিবরণী

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BANGLADESH DEVELOPMENT BANK LIMITED

(A STATE OWNED BANK)

www.bdbl.com.bd

<u>সূচিপত্র</u>

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	শিরোনাম	লেখক/সংকলক	পৃষ্ঠা নং
১.	সম্পাদকীয়		পরিতোষ সরকার, জেনারেল ম্যানেজার, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং ও ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন এবং সম্পাদক, সম্পাদনা পরিষদ।	১
২.	বিডিবিএল	বিডিবিএল এর অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট ও এমআইএস এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট	২
৩.	বিডিবিএল	আলোকচিত্রে বিডিবিএল এর অর্জন/কর্মকান্ড	মোঃ হাসিবুজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট।	৩-৪
৪.	ডিজিটাল ব্যাংকিং	Digital Transformation: Moving towards Cashless Society	কাজী আলমগীর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও।	৫-৭
৫.	কবিতা	প্রাণ ভিক্ষা চাইনি	মোঃ এম লতিফ ভূইয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, (অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)	৮
৬.		জীবন যেমন	মোঃ ইউনুস আলী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বিডিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।	৮
৭.		বাবা	সানজানা ফাইরুজ অননা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মহোদয়ের কন্যা)	৮
৮.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ ও এর ধরণ	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নাদিমুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার (আইটি), মৌলভীবাজার ব্রাঞ্চ, মৌলভীবাজার, সিলেট।	৯
৯.	উদ্ভাবন	BDBL Law Suit Management and Monitoring System	১. পরিতোষ সরকার, জেনারেল ম্যানেজার, ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, হেড অফিস, ঢাকা; ২. মোঃ নজরুল ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আইটি অপারেশন ডিপার্টমেন্ট ও আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা; ৩. মোঃ নূর উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ডেট কালেকশন ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা; ৪. মোঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ সৈকত, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, বাজেট ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা; ৫. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা; ৬. মোঃ হাবিব উল্যা মিলন, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।	১০-১১
১০.	স্বাস্থ্য	ভয়াবহ করোনা ভাইরাস, বাঁচার উপায় কি?	সংকলিত	১২-১৩

<u>সম্পাদকীয়</u>

পরিতোষ সরকার
জেনারেল ম্যানেজার
ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সভা/সেমিনার এর খবর ও ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত "বিডিবিএল বার্তা" নামক ম্যাগাজিন/বুলেটিন ষান্মাসিক (জুন ও ডিসেম্বর) ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, ডিসেম্বর, ২০১৮ ভিত্তিক আলোচ্য ম্যাগাজিন/বুলেটিনের প্রথম সংখ্যা ২৬/১১/২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য ম্যাগাজিন/বুলেটিনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের নিমিত্ত উদ্ভাবন, ব্যাংকিং, সেবা সহজীকরণ, প্রযুক্তি, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসংঙ্গিক ও যথাযথ লেখা আহবান করে ব্যাংকের সকল অফিসে ২৬/১১/২০১৯ ও ২২/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত লেখা সমূহ হতে "প্রাণ ভিক্ষা চাইনি" ও "জীবন যেমন" নামক দুটি কবিতা; "বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ ও এর ধরণ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশের নিমিত্ত ব্যাংকের প্রকাশনা কমিটি ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, উক্ত ম্যাগাজিন/বুলেটিন এর ইনোভেশন কর্ণার/পাতায় ব্যাংকের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা "BDBL Law Suit Management and Monitoring System" এর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও, উক্ত ম্যাগাজিন/বুলেটিন-এ ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এন্ড সিইও মহোদয় জনাব কাজী আলমগীর কর্তৃক লিখিত "Digital Transformation: Moving towards Cashless Society" নামক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"বিডিবিএল এর অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" এবং "আলোকচিত্রে বিডিবিএল এর অর্জন/কর্মকাণ্ড" বিষয়ক লেখা ও ছবি এবং সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কিত লেখাও আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিতব্য ম্যাগাজিন/বুলেটিন - এ বৈচিত্র আনার জন্য "নলিনী পন্ডিতের সম্পত্তি" ও "ভিক্ষুক" নামক দুটি জোকস/কৌতুক সংযোজিত হয়েছে।

"বিডিবিএল বার্তা" নামক আলোচ্য ষান্মাসিক সাময়িকী/বুলেটিন-এ প্রকাশের নিমিত্ত প্রাপ্ত লেখাসমূহ প্রেরণকারীদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। লেখা প্রকাশের স্থানের সীমাবদ্ধতার জন্য অনেকের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বিধায় আমি দুঃখ প্রকাশ করছি! আলোচ্য ষান্মাসিক সাময়িকী/বুলেটিন ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হবে, এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশের নিমিত্ত উদ্ভাবন, ব্যাংকিং, সেবা সহজীকরণ, প্রযুক্তি, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসংঙ্গিক ও যথাযথ লেখা প্রেরণ অব্যাহত রাখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য, প্রতি সংখ্যায় প্রাপ্ত লেখাসমূহের মধ্যে যাদের লেখা প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে এবং অধিকতর মানসম্পন্ন ও ভালো হবে তাদেরকে সম্মাননা পত্র/প্রশংসাপত্র/ক্রেস্ট/আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

গুনগত মান সম্পন্ন লেখা পাওয়ার স্বল্পতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা ও করোনা মহামারীর কারণে প্রকাশিতব্য ষান্মাসিক ম্যাগাজিন/বুলেটিন জুন, ২০১৯ ভিত্তিক দ্বিতীয় সংখ্যা আলাদা করে প্রকাশ না করে জুন, ২০১৯ ও ডিসেম্বর, ২০১৯ ভিত্তিক যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা একসাথে একই মলাটে প্রকাশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে, পরবর্তী সংখ্যাসমূহ নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে প্রকাশিত হবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে, উক্ত প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি এ প্রকাশনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সংক্ষেপে বিডিবিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত/গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিডিবিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত/গৃহীত পদক্ষেপ:

- বিডিবিএল কর্তৃক ডিজিটাল বেইজড সেবা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নরূপ বিভিন্ন ধরনের Outsourced ও Inhouse Software বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ

SL	Software	Purpose
	Outsourced Software	
1	iStelar	Core Banking System (CBS)/ Online Banking System
2	digipay/ EFT	Electronic Fund Transfer
3	E-MICR/ BACH	Automated Check Processing System (ACPS)
4	RTGS	Real Time Gross Settelment
	Inhouse Software	
5	Payroll	Salary Management
6	PMIS	Personnel Information Management
7	PF	Provident Fund Management
8	LAD	Written Off Project Management
9	STFL	Staff Loan Management
10	FTS	File Transfer System
11	ABPMS	Performance Monitoring Software
12	e-Recruitment	Recruitment Management System
13	Online IT Asset Management System	IT Asset Management System
14	Online Loan Application System	Loan Application Management System
15	BDBL Trainning Management System	Trainning Management System
16	BDBL Law Suit Management and Monitoring System	Law Suit Management and Monitoring System
17	e- telephone guide	Digital telephone book
18	e- library	Library management system
19	Collateral CIB	Collateral Information System for CIB
	Others Software	
20	BDBL MIS	Branches Daily Achievements Monitoring System
21	e_filling	Digital Noting System
22	SWIFT System	Secured Financial Messaging & Cross Border Funds Transfer

- এছাড়া Transactional SMS Alert Service চালু হয়েছে;
- e-gp এর মাধ্যমে ব্যাংকের সকল open tender আহবান করা হচ্ছে;
- 'মুজিববর্ষ এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী' উদযাপনের লক্ষ্যে বিডিবিএল-এর হেড অফিসে 'মুজিব কর্ণার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- বিডিবিএল এর হেড অফিসকে আরও দৃষ্টি নন্দন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিডিবিএল কর্তৃক গৃহিতব্য পদক্ষেপ/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ :

- শীঘ্রই ব্যাংকে Debit Card চালুকরণ এবং ১০টি ATM বুথ বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- Internet Banking এবং Mobile Application এর মাধ্যমে e-banking/Digital Banking চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ব্যাংকে Mobile Banking চালু করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে;
- যশোরে Software Technology Park এ Disaster Recovery Site (DRS) গঠনের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারনের নিমিত্ত ২০২২ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আরও ৩০টি ব্রাঞ্চ ও ৩০টি উপশাখা চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- এছাড়া, ব্যাংকের আউটলেট/সার্ভিস পয়েন্ট বৃদ্ধির জন্য Agent Banking চালুকরণ এবং ৩০টি Agent স্থাপন করা হবে;
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ক্যাপিটাল মার্কেটে ব্যাংকের শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিডিবিএল-কে তালিকাভুক্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- সর্বোপরি, বিডিবিএল-কে দেশের অন্যতম শীর্ষ ও প্রথম কাতারের ডিজিটাল ব্যাংকে উন্নীতকরণে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট ও এমআইএস এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

আলোকচিত্রে বিডিবিএল এর অর্জন/কর্মকান্ড

মোঃ হাসিবুজ্জামান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ব্যাংকের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন - এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান - এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এন্ড সিইও কাজী আলমগীর কর্তৃক টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

মহান বিজয় দিবসে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এন্ড সিইও কাজী আলমগীর এর নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

ব্যাংকের হেড অফিস ভবনে অনুষ্ঠিত অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়া।

Digital Transformation: Moving towards Cashless Society

-Kazi Alamgir, MD and CEO, BDBL

Digital transformation is reimagining of business using digital technologies to create new — or modify existing — business processes, culture, and customer experiences to meet changing business and market requirements. This reimagining of business in the digital age is digital transformation.

The face of the digital technology landscape has changed in the last few years. Digital transformation looks different in every industry and every company. In general terms, it is the integration of digital technology into all areas of a business. That integration leads to fundamental changes in how the business operates and delivers value to its customers.

Banks running on a digital core can see reduced costs and streamlined processes. This end-to-end integration also helps provide a more seamless, engaging customer experience. And it makes room for further business transformation with new digital technologies like blockchain and artificial intelligence.

Going digital has also affected the banking workforce, with automation there is a growing demand for data scientists with banking experience - a skill set not easy to find in today's market. It is time for the industry to develop a new workforce model to educate existing staff and recruit new talent.

Big Data and its impact on the customer journey

The banking industry is among the most data-driven of industries. For regulatory and insurance requirements banks must store many years of transaction data. The challenge is knowing how to translate that information into meaningful insights.

Big Data provides significant opportunities for banks to outshine their competition. Moving data onto a cloud platform provides a 360-degree view of every customer. This deep insight shows banks where they can provide a higher level of service and create more value. Big Data also allows the use of disruptive technologies like artificial intelligence, blockchain, and IoT to map the customer journey and gain a competitive edge.

Leveraging technology to reinvent the banking business model

New advanced technologies allow banks to strengthen customer engagement with personalized, innovative offerings. The industry already leverages IoT with mobile apps, plastic cards, ATMs, card readers and sensors. It also provides a new opportunity for real-time asset financing.

Some banks are already using blockchain technology to transform their business processes, as it offers secure, convenient alternatives to traditional bank processes. Lately, blockchain has been in the spotlight because of its ability to reduce fraud in the financial world. Blockchain is already used in the financial instruments areas of banking, including payments (cross-border, peer-to-peer, corporate and interbank); private equity asset transfers; tracking derivative commodities; the management of trading, spending, mortgage and loan records, microfinance applications, and customer service records.

Looking at cross-border payments, for example, blockchain can be used to reduce processing time to minutes from standard times of three to six days. This elevates the customer experience to a new level with lower cost real-time transactions. Stack processes improved by blockchain include clearing networks; international transfers; clearing and settlement; auditing, reconciliation, and reporting; and asset ownership.

Other technologies, such as machine learning, can help automate manual processes, of benefit to trading, fraud management and customer segmentation activities.

Banking on the cloud

Banks are racing to take advantage of market opportunities available through digital transformation. At the same time, they must manage the risks created by the new digital economy. There is a critical need for affordable computing platforms that provide greater agility.

There is no doubt new digital technologies are changing the banking industry. Banks that embrace innovation and adopt new technologies have unprecedented opportunities to change and improve how they provide financial services including offering the ability to:

1. Collaborate with financial technology partners to develop digital products.
2. Provide customers with seamless real-time, multichannel digital interactions.
3. Simplify and optimize business processes through standardization, optimization, and adoption of cloud solutions.
4. Build an open and agile platform that makes it easy to meet regulatory requirements.
5. Innovate with disruptive technologies like artificial intelligence (AI), IoT, and blockchain.

Restructuring the business model and processes is critical to any bank's successful digitalization. Leveraging innovative capabilities in a cloud deployment can not only speed up digital transformation initiatives but also deliver business-wide process improvements as well.

Moving towards Cash-less Society

Cashless economy is an economic system where small amount of cash is used in transactions. Cashless economy is based on transactions made by credit cards, debit cards, wallets or digital modes.

Bangladesh is majorly cash driven economy where people prefer to carry cash instead of cards however India is moving towards "less cash economy" - a phase of cultural-economic transition. It is important to curb shadow economy, corruption, terror -financing, human and drug trafficking, counterfeit-currency etc.

Cashless economy is cost effective, growth friendly, business friendly, pro-financial inclusion, etc. Government is promoting it through various ways. Cashless economy requires robust digitalization. It has various challenges-escaping attitudes of people, poor transaction security mechanism, insufficient infrastructure etc.

There are numerous number of digital payment system has been developed in Bangladesh and the market is growing tremendously. Major Banks are investing in it's fin-Tech sector. According to one of the oldest and prominent newspaper The Daily Star, in 2016 12% of total transaction went through digital means and rest of the 88% by cash. The picture of course changed in 2017 and 2018. In the same report we learned that in 2018 digital 18% of total transaction went through digital means. 50% increase in 2 years. This number is increase because of card based payment system, mobile finance service, app based payment and digital wallets like iPay, etc. It may be noted that iPay commercially launched in March 2018, which is successfully running with more than 1 million downloads, and onboarding more than 3500 credible business within a short span of time.

What Does a Zero-Cash World Look Like?

The cashless payment logistics are still developing, but we have some hints on how a cashless society might evolve.

- Credit cards and debit cards are among the most popular cash alternatives in use today. But cards alone aren't enough. Mobile devices will most likely become a primary tool for payments.

- **Electronic payment apps**, like iPay. In addition, bill-splitting apps allow friends to split their bills easily and in a fair manner.
- **Mobile payment services**: In developing and developed nations that use cash sparingly, mobile devices are the most common tools for payments.
- **Cryptocurrencies** are also part of the discussion: They're already used for money transfers, and they introduce competition and innovation that may help keep costs low. But they currently have risks and regulatory hurdles that make them impractical for most consumers, so they might not be right for widespread use.

Benefits of cashless transactions

- Lower crime because there's no tangible money to steal
- Less money laundering because there's always a paper trail
- Less time and costs associated with handling paper money as well as storing and depositing it
- Easier currency exchange while traveling internationally

Disadvantages of cashless transactions

- Exposes your personal information to a possible data breach
- If hackers drain your bank account, you'll have no alternative source of money
- Technology problems can leave you with no access to your money
- The poor and those without bank accounts will have difficulty paying and receiving payments
- Some may find it harder to control spending when they don't see physical cash leaving their hands
- Banks may start charging fees to compensate for possible negative interest rates

Examples of Cashless Societies

Several nations are already making moves to eliminate cash, with the push coming from both consumers and government bodies. Sweden and India are two notable examples.

Sweden: It's not uncommon to see signs that say "No cash accepted" in Swedish shops, and some banks no longer handle cash. Cash payments are only 15 percent of retail sales in Sweden, and some point to Sweden as the model for a modern cashless society. Consumers are mostly happy with this situation, but the poor and elderly still struggle with an electronic world.

India: The Indian government banned 500 and 1,000 rupee notes in November of 2016 in an effort to penalize criminals and those working in the informal economy. The implementation was rushed and controversial, and roughly 99 percent of those banknotes were deposited—meaning criminals didn't lose much, if any, money. Electronic transactions increased temporarily, but fell to pre-demonetization levels in the next year.

Challenges:

Insufficient infrastructure and lack of security and public awareness about the use of digital payment systems are the main obstacles to building a full-fledged cashless transaction ecosystem. Bangladesh Bank, the private sector and the media have to work together to improve this situation. The situations suggest that going cashless is possible with sufficient infrastructure and gradual progress. The remaining questions center on how the marginalized will fare when cash is history.

কবিতা

প্রাণ ভিক্ষা চাইনি

মোঃ এম লতিফ ভূইয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

আমি রাসেল - বঙ্গবন্ধুর সন্তান
বজ্রকণ্ঠের সন্তান
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির সন্তান
জাতির পিতা মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিবের ঔরসজাত।
আমার মৃত্যু নেই, বুলেট বিদ্ধ হয়েছে, মরণ হয়নি
আমার রুধিরে ভীরুতা নেই, কাপুরুষতা নেই,
নেই বিশ্বাসঘাতকতা।
আমি বন্দুকের সম্মুখে নুয়ে পড়িনি,
কান্না করিনি, প্রাণ ভিক্ষা চাইনি; আমার পিতার মতো।
নীরব নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম
স্মিত হেসে ধিক্কার দিয়েছি অসুর কাপুরুষদের
ধিক্কার দিয়েছি কৃতঘ্নদের।
ব্যর্থ হয়েছে হন্তারকেরা। পবিত্র আত্মার মৃত্যু হয় না।
আমি সুবহ সাদিকের স্নিগ্ধ প্রভা
দিবসে ছড়িয়ে পড়ি,
তোমাদের বিবেকের মাঝে আমি গুঞ্জরন করি সদা
কী অপরাধ ছিল আমার?
কাপুরুষতা, কৃতঘ্নতা, পাপবোধের বহ্নি হন্তারকদের
পুড়িয়ে মারছে।
আমি রাসেল, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ।
আমি ছিলাম পিতার নির্ভীকতা
বেঁচে থাকার আশা, অন্ধকার কারাকক্ষের আলো
একমুঠো আনন্দ, মায়ের মুখের শুভ্র নির্মল হাসি।
আমি অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি
যখন কোনো শিশুকে মা গভীর মমতায় আদর করে।
হায়! কতদিন মা'র আদর পাইনি,
কতদিন বাবার কোলে চড়িনি,
কতদিন বোনের কোলে,
আমার ইচ্ছা করে বাবার হাত ধরে হাঁটি।
আমি ছুটে চলি দুরন্ত ছেলের চড়কার সাথে
রেইসকোর্সের ময়দানে, লালইটের কারাগারে
খেয়াঘাটে জলে সমীরণে, শিশির ভেজা মাঠে
আম-কাঁঠালের বনে।
মিছিলে মিছিলে শ্লোগান তুলি
রাস্তায় শুয়ে থাকা অস্পৃশ্য শিশুটির সাথে
আমি খেলা করি মাঠে-ময়দানে।
আমি আলতো পায়ে হেঁটে বেড়াই টুঙ্গীপাড়ায়
শ্বেত মর্মর পাথরের মেঝেতে
বাবার শিয়রে বসে থাকি নীরবে
শুয়ে থাকি মাটির শিতল স্পর্শে
বসে থাকি ঘোর দুপুরে অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায়।
চেয়ে দেখ, আমি শিশুর স্মিত হাসি, মায়ের মমতা মাখা চুম্বন
বাবার হাতের ভরসার পরশ।
আমি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ, আমি বেঁচে আছি, থাকবো ।
মৃত্যু আজ ভীত-সন্ত্রস্ত, আমার কাছে পরাস্ত
আমি শেখ মুজিবের ঔরসজাত।

জীবন যেমন

মোঃ ইউনুছ আলী, এসপিও, ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

আবেগ প্রবণ জীবন
বাধা মানতে নারাজ
কখনো তীব্র সমীরণে
কখনো বিশাল জলরাশিতে
কখনো আবার অগ্নির স্ফুলিঙ্গে
যেন ছুটতে মানা নেই অবারিত কাল।
কখনো গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপদাহ উপেক্ষার ছলে
কখনো তীব্র দাবানল নির্বাপণের প্রদীপ্ত
প্রোৎসাহিত শপথে।
কখনো আবার টাইফুন
কখনো বা অকুল পাথারের তীব্রতর
ঊর্মীমালা উপেক্ষার এক বাধাহীন অক্লান্ত আহবানে
জীবন ছুটে চলে
দূর থেকে যোজন দূরে।
কখনো আবার প্রণয়ের ফলগু ধারায়,
কখনো বা প্রলয়ের কঠোর আকাঙ্ক্ষিত আবেশে
সময় খেয়ে যায়
অবারিত সময়ের পিছে।

বাবা

সানজানা ফাইরুজ অনন্যা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মহোদয়ের কন্যা)

কখনও একা হলে, ছায়া হয়ে পাশে চল,
কষ্ট পেলে আবার নতুন হাসির কারণ হয়ে যাও,
হেরে গেলে পেছন থেকে আঁকড়ে ধর,
ব্যর্থতার ভারে ক্লান্ত হলে, তুমি হও শক্তি।
বিশাল এই অবুঝ পৃথিবীকে বুঝতে শিখিয়েছ তুমি
নিষ্ঠুরতায় ভরা সমাজে চলার সাহস যুগিয়েছ,
সব প্রতিকূলতার মাঝেও সুন্দরভাবে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছ।
মুখ ফুটে বলনা কতটা ভালবাস বাবা,
আঁড়ালে রাখ নিজের মমতাকে তোমার ছোট ছোট শাসনের
পিছে।
নিজের কষ্টকে অবহেলা করে,
আমাদের ছোট কষ্টগুলো হয়ে ওঠে বড় তোমার কাছে।
কখনও রাগ, কখনও অভিমান আবার কখনও খুঁনসুটি,
কখনও বা অজস্র অভিযোগের খাতা খুলে বসি।
তাও তোমার প্রতিটি দোয়াতে আমার কল্যাণ,
তোমার প্রতিটি কষ্ট আমাদের সুখের জন্য।
জীবনের এই পথে যখনই তাকাব পিছনে,
জানি তোমাকে পাব নিজের আশীর্বাদ হয়ে।+
ব্যস্ত জীবনে কখনও বলা হয়ে ওঠে না
বাবা, তোমাকে কতটা ভালবাসি।

<u>**সাইবার অপরাধ কি ও বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ এর ধরণ :**</u>

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নাদিমুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার-(আইটি)
মৌলভীবাজার ব্রাঞ্চ, মৌলভীবাজার, সিলেট।

সাইবার ক্রাইম শব্দটি কেবল বাংলাদেশেই নয়,এটি প্রতিটি দেশে অনেক পরিচিত এবং ভীতিজনক একটিশব্দ। এই শব্দের সাথে পরিচিত হোক বা না হোক, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক এর শিকার হচ্ছে। সাইবার ক্রাইম বিশ্বের কোন নতুন ধরনের অপরাধ নয়। তথ্যচুরি, তথ্যবিকৃতি, জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেইল, মানিলন্ডারিং ইত্যাদির মত সাধারণ অপরাধগুলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা হলে তা সাইবার ক্রাইম হিসাবে ধরা হয়।

সহজভাষায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তাকে সাইবার ক্রাইম বলে। অন্যান্য ভাষায় বলায়ায়, সাইবার ক্রাইম এমন একটি অপরাধ,যাতে প্রধানত কম্পিউটার বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং অপরাধীরা বিশ্বব্যাপী অপরাধে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) সাইবার ক্রাইমকে চারটি মূল শ্রেণিতে বিভক্ত করে–ইনসাইডারস, হ্যাকার, ভাইরাস রাইটারস এবং ক্রিমিনাল গ্রুপ।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে সাইবার ক্রাইমকে অপরাধের তালিকায় শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে।তৈরি হয়েছে সাইবার ক্রাইম রোধের জন্য নতুন নতুন নিয়ম ও আইন।অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সাইবারক্রাইম ও এ সংক্রান্ত অপরাধগুলো দমনের আইন প্রনয়ন করা আছে। কিন্তু উক্ত আইনগুলো অনেকেরই জানা নাই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ তে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৬ ধারায় বলা আছে, *"যদি কোনো ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জানা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করেন, যার ফলে কোনো কম্পিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনো ভাবে একে ক্ষতিগ্রস্ত করে।এমন কোনো কম্পিউটার সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে এর ক্ষতিসাধন করেন, কিন্তু তিনি মালিক বা দখলদারনন, তাহলে তাঁর এই কাজ হবে একটি হ্যাকিং অপরাধ।কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।এক কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে।*

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বলা আছে, *"যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়,রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহলে তার এই কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে।*

বিভিন্ন ধরনের সাইবার ক্রাইম:

স্প্যামিং এবং জাঙ্ক মেইলঃ এটি মানুষকে ঠকানোর একটি দুর্দান্ত উপায়। এটি মূলত সম্পূর্ণভাবে সোসালমিডিয়া ও ইমেলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। ফেক আইডি/ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করে তারা আপনার ঠিকানা, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর এবং এমনকি ফোন নম্বর সংগ্রহ করে। বর্তমানে মাঝে মাঝে অনেকেই লটারি জিতে কয়েক লাখ পাউন্ড বা বিদেশি মুদ্রা পেয়েছেন এমন ম্যাসেজ পেয়ে থাকেন। ম্যাসেজে বলা থাকে আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য তাদের ইমেইল এড্রেসে পাঠিয়ে দিতে। এটি মূলত একটি স্প্যাম ম্যাসেজ।

পর্নোগ্রাফিঃ পর্নসাইট গুলো সবচেয়ে বিপদজ্জনক জিনিস। বেশির ভাগ সাইট ক্ষতিকরক স্পিউটার ভাইরাস সম্বলিত। অনেক সাইট পপ-আপ উইন্ডো করে এবং কখনও কখনও ইমেইল এড্রেস চেয়ে থাকে। এই সাইটগুলো আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রান্তের প্রধান কারন হতে পারে।

হ্যাকিং: হ্যাকার আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস বিস্তার করে আপনার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করতে পারে। তাছাড়া হ্যাকার আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ও অন্যান্য ওয়েবসাইট হ্যাক করে ক্ষতি করতে পারে। তারা ই-কমার্স ওয়েবসাইটের ডেটাবেস চুরি করে ক্রেডিট কার্ড নম্বর,পিন,সিভিভি হ্যাক করতে পারে যা আপনার ব্যবসায়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ব্লাক-হ্যাট হ্যাকিংএকটি গুরুতর অপরাধ।

ড্রাগ ব্যবসায়ঃ মাদক ব্যবসাচক্র ইন্টারনেটেও সক্রিয়। তারা তাদের ওয়েবসাইটে মাদক দ্রব্যের ক্রয় মূল্য, বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি তথ্য বিশ্বব্যাপী মানুষকে সরবরাহ করছে।

সাইবার ক্রাইমেনারীর নির্যাতনঃ আমাদের দেশে অনেক মেয়েই সাইবার ক্রাইমের শীকার। সাইবার ক্রাইমের অজ্ঞাতারকারনে আমাদের দেশের অনেক অভিনেত্রীসহ অন্য মেয়েদের অশ্লীল ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক মিডিয়াতে ধর্ষণের ভিডিও এবং যৌনদৃশ্য পোস্ট করার মত বেশ কিছু অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। অন্যের ছবি দিয়ে ফেক অ্যাকাউন্ট খোলা, নগ্ন ছবি প্রকাশে হুমকি ইত্যাদি অপরাধের মাত্রাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী শত শত কোটি ডলার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয় এই সাইবার ক্রাইমের জন্য। ২০০৬ সালে কম্পিউটার ইকোনোমিক্স জরিপ অনুযায়ী ভাইরাসের কারণে ১৩.৩ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সারা বিশ্ব।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
হেড অফিস, ঢাকা।

বিষয়: <u>২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য গৃহীত উদ্ভাবনী ধারণার তথ্য।</u>

১. উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনামঃ BDBL Law Suit Management and Monitoring System.

২. পরিচিতিঃ উক্ত সিস্টেম/সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ব্যাংকের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা, উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা, নিষ্পত্তিকৃত মামলা, সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী, মামলার তারিখ, দাবিকৃত অর্থের পরিমান ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি, ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ সহজতর হবে।

৩. উদ্দেশ্যঃ ব্যাংকের Law Suit Management and Monitoring System সহজীকরণ।

৪. কর্মপদ্ধতিঃ উক্ত সিস্টেমটি বাস্তবায়নের জন্য একটি ডেটাবেজ তথা সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হবে। উক্ত সফটওয়্যারে ব্যাংকের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা, উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা, নিষ্পত্তিকৃত মামলা, সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী, মামলার তারিখ, দাবিকৃত অর্থের পরিমান ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিস/ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকের মামলা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য গ্রহণ/প্রদান, ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এছাড়াও, উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যমে মামলা সম্পর্কিত আইজীবী ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাকে হাজিরা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা যাবে।

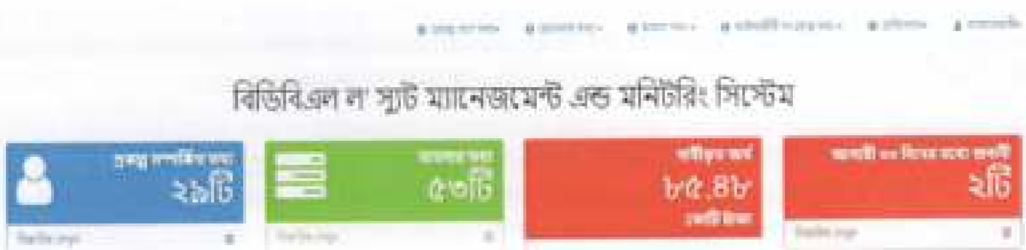

চিত্র-১ঃ BDBL Law Suit Management and Monitoring System ড্যাশবোর্ড।

চিত্র-২ঃ মামলাধীন প্রকল্পের ইনপুট ফরম।

৫. উপকারিতা/সুফলঃ ব্যাংকের মামলা ও মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীর বিস্তারিত ও হালনাগাদ ডেটাবেজ মেইন্টেইন করা সহজতর হবে। এছাড়াও, উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিস/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকের মামলা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য গ্রহণ/প্রদান, ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এছাড়াও, উক্ত সিস্টেম এর মাধ্যমে মামলা সম্পর্কিত আইজীবী ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাকে হাজিরা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। আলোচ্য ডেটাবেজ তথা সফটওয়্যার ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমান হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে, ব্যাংকের সার্বিক ব্যবসায়িক পারফরমেন্স এর উন্নয়ন ঘটবে এবং নিট মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র-৩ঃ আইনজীবীর তথ্য ইনপুট ফরম।

চিত্র-৪ঃ আদালত/ব্রাঞ্চ ভিত্তিক মামলার তথ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন ফরম।

৬. বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যয়ঃ উক্ত সফটওয়্যারটি ব্যাংকের নিজস্ব প্রোগ্রামারগণ তৈরী করেছেন এবং ব্যাংকের বিদ্যমান হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় এর কোন বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয় নেই।

৭. বাস্তবায়ন সময়কাল (তারিখ) বাস্তবায়িত (০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০)।

৮. প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫ – ৮ দিন	৫০০/-	১- ২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	৫০/-	লাগবেনা।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট (TCV হ্রাস)	৪ - ৭ দিন	৪৫০/-	১- ২ বার

৯. সম্প্রসারণের সুযোগ (যদি থাকে) অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করতে পারবে।

১০. সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ এটি সম্পূর্ণ একটি নিরাপদ সিস্টেম। এতে কোন ধরনের ঝুঁকি নেই।

ধারণা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ

১. জনাব পরিতোষ সরকার, জেনারেল ম্যানেজার, ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, হেড অফিস, ঢাকা।
২. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আইটি অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।
৩. জনাব মোঃ নূর উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ডেট কালেকশন ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।
৪. জনাব মোঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ সৈকত, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, বাজেট ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।
৬. জনাব মোঃ হাবিব উল্যা মিলন, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস, ঢাকা।

ভয়াবহ করোনা ভাইরাস, বাঁচার উপায় কি?

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এই বিশেষ ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে দেশে–বিদেশে উদ্বেগ বাড়ছে। কিন্তু নিজেকে আর নিজের পরিবার, স্বজনদের রক্ষা করতে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত এ সময়? কীভাবে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা যাবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে কিছু উপদেশ দিচ্ছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক।

কতটা ভয়ংকর এই ভাইরাস?

শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য অসুস্থতার মতো নাক দিয়ে পানি পড়া, গলা ব্যথা, কাশি এবং জ্বরসহ হালকা লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে এই ভাইরাস। কিছু মানুষের জন্য এই ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক হতে পারে। এর ফলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট এবং অর্গান বিপর্যয়ের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। খুব কম ক্ষেত্রেই এই রোগ মারাত্মক হয়। তবে, এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে বয়স্ক ও আগে থেকে অসুস্থ ব্যক্তিদের মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

করোনাভাইরাস: সংক্রমণ ঠেকাতে যে সাতটি বিষয় মনে রাখবেনঃ

মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় সে বিষয়ে এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তবে সাধারণ কিছু সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। এসব সতর্কতা অবলম্বন করলে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমে আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ সতর্কতাগুলো কী? সেগুলো তুলে ধরা হলো।

১. গণপরিবহন:

গণপরিবহনে এড়িয়ে চলা কিংবা সতর্কতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাস, ট্রেন কিংবা অন্য যে কোন ধরণের পরিবহনের হাতল কিংবা আসনে করোনাভাইরাস থাকতে পারে। সেজন্য যে কোন পরিবহনে চলাফেরার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা এবং সেখান থেকে নেমে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

২. কর্মক্ষেত্র:

অফিসে একই ডেস্ক এবং কম্পিউটার ব্যবহার করলেও ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁচি-কাশি থেকে করোনাভাইরাস ছড়ায়। যে কোন জায়গায় করোনাভাইরাস কয়েক ঘণ্টা এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। অফিসের ডেস্কে বসার আগে কম্পিউটার, কিবোর্ড এবং মাউস পরিষ্কার করে নিন।

৩. জনসমাগমস্থল:

যেসব জায়গায় মানুষ বেশি জড়ো হয় সেসব স্থান এড়িয়ে চলা কিংবা বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে খেলাধুলার স্থান, সিনেমা হল থেকে শুরু করে ধর্মীয় স্থানও রয়েছে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে জুমার নামাজের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সৌদি আরব ইতোমধ্যেই ওমরাহ বন্ধ করেছে।

৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যখন গ্রাহকরা যায় তখন অনেকেই একই কলম ব্যবহার করেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি সে কলম ব্যবহার করে তাহলে পরবর্তী ব্যবহারকারীদেরও করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। সেজন্য নিজের কলম আলাদা করে রাখতে পারেন। এতে সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে। এছাড়া টাকা উত্তোলনের জন্য যে এটিএম বুথ ব্যবহার করা হয়, সেখান থেকেও সংক্রমণ হতে পারে। কারণ এটিএম বুথের বাটন অনেকে ব্যবহার করে।

৫. টাকা-পয়সা:

ব্যাংক নোট বা টাকায় নানা ধরণের জীবাণুর উপস্থিতি শনাক্ত করার ঘটনা নতুন নয়। এমনকি ব্যাংক নোটের মাধ্যমে সংক্রামক নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ার কথাও বলেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের একদল গবেষক বাংলাদেশি কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রায় এমন ধরণের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পেয়েছেন, যা সাধারণত মল-মূত্রের মধ্যে থাকে। সম্প্রতি ভাইরাসের উপস্থিতি নিয়ে টাকা বা ব্যাংক নোট জীবাণুমুক্ত করার একটি উদ্যোগ দেখা যায় চীনে। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর সেখানে ভাইরাসটির বিস্তার ঠেকাতে বাজার থেকে ব্যাংক নোট সরিয়ে নিয়ে তা আবার জীবাণুমুক্ত করে বাজারে ছাড়া হয়।

৬. লিফট:

ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে আরেকটি জায়গা হতে পারে বাড়ি কিংবা অফিসের লিফট। লিফট ব্যবহারের সময় নির্ধারিত ফ্লোরে যাবার জন্য লিফটের বাটন আগন্তুক লোকজনসহ অনেকে ব্যবহার করছেন। বিভিন্ন অফিস ভবনে প্রতিদিন শত-শত মানুষ লিফট ব্যবহার করে থাকেন। এদের মধ্যে কেউ যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী থাকেন এবং সে লিফটের বাটনে সুস্থ লোকজনের আঙ্গুল লাগলেও সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

৭. শুভেচ্ছা বিনিময়:

করমর্দন এবং কোলাকুলির মাধ্যমেও করোনাভাইরাস ছড়াতে পারে। আপনি যে ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি এবং করমর্দন করছেন, তিনি যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে সেটি আপনার দেহে সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য করমর্দন এবং কোলাকুলির না করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সবকিছুর মূল কথা হচ্ছে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা। হাত না ধুয়ে নিজের মুখমণ্ডল স্পর্শ করবেন না। এটি হলে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য নিয়মিত ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

<u>করোনাভাইরাস: কী করবেন, কী করবেন নাঃ</u>

১. বারবার হাত ধোয়া:
নিয়মিত এবং ভালো করে বারবার হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)। কেন? এ কথা প্রমাণিত যে সাবান–পানি দিয়ে ভালো করে হাত ধুলে এই ভাইরাসটি হাত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হাতে ময়লা বা নোংরা দেখা না গেলেও বারবার হাত ধুতে পারেন। তবে বিশেষ করে হাত ধোবেন অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যার পর, হাঁচি–কাশি দেওয়ার পর, খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর, পশুপাখির পরিচর্যার পর।

২. দূরে থাকুন:
এই সময় যেকোনো সর্দি–কাশি, জ্বর বা অসুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে অন্তত এক মিটার বা ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন। কেন? আর সব ফ্লুর মতোই এই রোগও কাশির ক্ষুদ্র ড্রপলেট বা কণার মাধ্যমে অন্যকে সংক্রমিত করে। তাই যিনি কাশছেন, তাঁর থেকে দূরে থাকাই ভালো। ইতিমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। অসুস্থ পশুপাখি থেকে দূরে থাকুন।

৩. নাক–মুখ স্পর্শ নয়:
হাত দিয়ে আমরা সারা দিন নানা কিছু স্পর্শ করি। সেই বস্তু থেকে ভাইরাস হাতে লেগে যেতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন। অপরিষ্কার হাত দিয়ে কখনো নাক–মুখ–চোখ স্পর্শ করবেন না।

৪. কাশির আদবকেতা মেনে চলুন:
নিজে কাশির আদবকেতা বা রেসপিরেটরি হাইজিন মেনে চলুন, অন্যকেও উৎসাহিত করুন। কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় নাক, মুখ রুমাল বা টিস্যু, কনুই দিয়ে ঢাকুন। টিস্যুটি ঠিক জায়গায় ফেলুন।

৫. প্রয়োজনে ঘরে থাকুন:
অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।

৬. খাবারের ক্ষেত্রে সাবধানতা:
কাঁচা মাছ–মাংস আর রান্না করা খাবারের জন্য আলাদা চপিং বোর্ড, ছুরি ব্যবহার করুন। কাঁচা মাছ–মাংস ধরার পর ভালো করে সাবান–পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করা খাবার গ্রহণ করুন। অসুস্থ প্রাণী কোনোমতেই খাওয়া যাবে না।

৭. ভ্রমণে সতর্ক থাকুন:
জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন। অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৮. অভ্যর্থনায় সতর্কতা:
কারও সঙ্গে হাত মেলানো (হ্যান্ড শেক), কোলাকুলি থেকে বিরত থাকুন।

৯. স্বাস্থ্য কর্মীর সাহায্য নিন:
এ সময়ে কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করলে, জ্বর হলে, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নিন। তিনি বিষয়টি গোচরে আনতে ও ভাইরাস ছড়ানো বন্ধে ভূমিকা রাখতে পারবেন। অথবা আইইডিসিআরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আইইডিসিআরের হটলাইন নম্বর: ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১ এবং ০১৯৩৭১১০০১১।

১০. সঠিক তথ্য জানুন:
সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে নিজেকে আপডেট রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসকের কাছে তথ্য জানতে চান।

তথ্যসূত্র: WHO, IEDCR and Internet.

শিল্প ঋণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং জগতে নতুন ধারা উন্মোচনে

আপনাদের পাশে

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

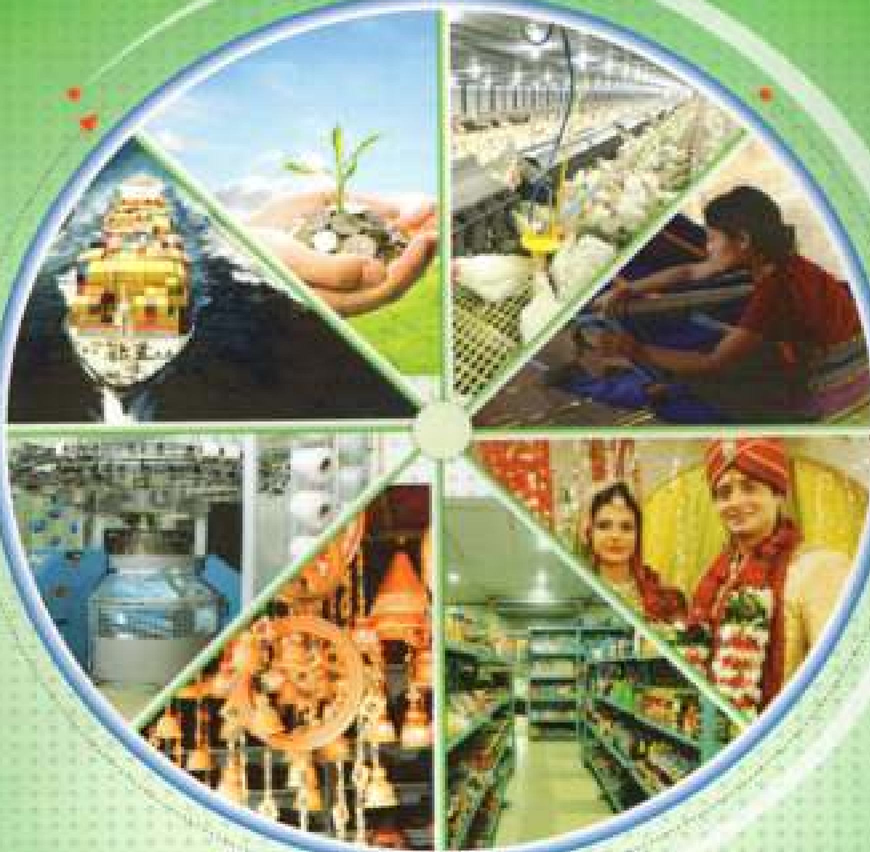

সঞ্চয় স্কীম সমূহ

- ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সঞ্চয় স্কীম (DBSS)
- শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম (SSS)
- চিকিৎসা সঞ্চয় স্কীম (CSS)
- বিবাহ সঞ্চয় স্কীম (MSS)
- অবসর বিনিয়োগ স্কীম (ISR)
- মাসিক আয় স্কীম (MIS)
- ডাবল বেনিফিট স্কীম (DBS)
- জুনিয়র সেভিংস স্কীম (JSS)
- বিডিবিএল স্টুডেন্ট সেভিংস এ্যাকাউন্ট
- গ্রীন সেভিংস ডিপোজিট

ঋণ স্কীম সমূহ

- মেয়াদি ঋণ
- এসএমই ঋণ (নারী উদ্যোক্তা) ও অন্যান্য
- ক্যাশ ক্রেডিট
- চলতি মূলধন ঋণ
- ব্যক্তিগত ঋণ
- ভোগ্যপণ্য ঋণ
- গৃহ নির্মাণ পুনঃঅর্থায়ন ঋণ
- গৃহ নির্মাণ (আবাসিক/বাণিজ্যিক) ঋণ
- আমদানি ও রপ্তানি ঋণ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ অফিসে যোগাযোগ করুন

BDBL

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BANGLADESH DEVELOPMENT BANK LIMITED

A STATE OWNED BANK

www.bdbl.com.bd